বঙ্গভঙ্গের পটভূমি : রবীন্দ্রনাথ ও ভাণ্ডার পত্রিকা

অর্পিতা দাস

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ শাসক কর্তৃক বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদকে কেন্দ্র করে এদেশবাসীর মনে স্বা-দশিকতা-বা-ধর বিকাশ, সাম্রাজ্যবাদ বি-রাধী জাতীয় -চতনার প্রসার ভার-তর স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে এদেশীয়দের মনে যে স্বতঃস্ফূর্ত ভা-বান্মাদনার উদ্ভব ঘ-টছিল তা রবীন্দ্রনা-থর হৃদয়-কও স্পর্শ ক-রছিল। এই ঘটনা তাঁকে করে তুলেছিল উত্তেজিত ও উদ্বেলিত। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে মাত্র একবারই প্রত্যক্ষ রাজনীতির কাছাকাছি এ-সছি-লন — তা এই বঙ্গ-বি-চ্ছদ জনিত কারণেই। মাত্র কয়েক মাস এর সঙ্গে যুক্ত থেকে, সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়ে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আ-ন্দালন তিনি সার্থক করে তুলতে চেয়েছিলেন। কিছুদিন যুক্ত থাকার পর যখন তাঁর -চা-খ এই আ-ন্দাল-নর সংকীর্ণতা, দলাদলি, স্বজাতীয় মানুষ-দর ম-ধ্য অনৈ-ক্যর ঘটনা চোখে পড়ে তখন ক্রমে ক্রমে এই আন্দোলনের প্রত্যক্ষ সংযোগ থেকে তিনি নিজেকে সরি-য় -নন। তারপর জাতীয় রাজনীতি ও বিশ্ব-রাজনীতি সম্প-র্ক বিভিন্ন সম-য় বিভিন্ন রচনায় নিজের মনোভাব, চিন্তাধারা ব্যক্ত করলেও তিনি আর সক্রিয় রাজনীতির ছত্রছায়ায় আসেননি। স্বভাবতই বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন-পর্বে রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ এখনও কিছু গুরুত্বের দাবি রাখে।

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সংযোগটি বুঝতে হলে আগে বঙ্গভঙ্গের পটভূমি -বাঝা দরকার। উনিশ শত-কর দ্বিতীয়া-র্ধ এ-দ-শ ধী-র ধী-র জাতীয়তাবাদ দানা বাঁধ-ত শুরু ক-র। আর এ ব্যাপা-র অগ্রণী ভূমিকা -নয় বাংলা। শিক্ষা-সংস্কৃতি-রাজনীতি প্রভৃতি নানা ক্ষেত্রে বাংলা তখন ভারতের প্রাণকেন্দ্র। ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে রাজনারায়ণ বসু কর্তৃক স্থাপিত ‘জাতীয় -গৌরব সম্পাদনী বা -গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিনী সভা’ ও ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে নবগোপাল মিত্র কর্তৃক স্থাপিত ‘হিন্দুমেলা’র প্রধান উদ্দেশ্য ছিল স্বা-দশিকতা-বা-ধর জাগরণ, -দশীয় ঐতি-হ্যর সংরক্ষণ ও আত্মনির্ভরশীল জাতি-গঠন। ১৮৭৫ খ্রিস্টা-ব্দ ইন্ডিয়া লিগ-এর প্রতিষ্ঠা এবং ১৮৭৬ খ্রিস্টা-ব্দ আনন্দ-মাহন বসু ও সু-রন্দ্রনাথ ব-ন্দ্যাপাধ্যায় কর্তৃক ইন্ডিয়ান অ্যা-সাসি-য়শন-এর প্রতিষ্ঠা বাংলা-দ-শ জাতীয়তাবাদ ও রাষ্ট্রিক চেতনার উন্মেষ ঘটাতে সাহায্য করে। এইসব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত যুব-করা ইং-রজ-দর বিভিন্ন বৈষম্যমূলক আচরণ সম্প-র্ক বারবার প্রতিবা-দ -সাচ্চার হন। ইং-রজরা জাতীয় রাজনীতি-ত বাংলার এই ভূমিকা সম্প-র্ক ছি-লন স-চতন। তাই ১৮৭৪ খ্রিস্টা-ব্দ আসাম-ক বাংলা -থ-ক আলাদা ক-র এক চিফ কমিশনার-এর হা-ত দায়িত্ব -দওয়া হয়। ১৯০১ খ্রিস্টা-ব্দ মধ্যপ্র-দ-শর চিফ কমিশনার অ্যান্ড্রু -ফ্রজার ওড়িশা-ক বাংলা -থ-ক আলাদা করার প্রস্তাব -দন। এর দুবছর পর অর্থাৎ ১৯০৩ খ্রিস্টা-ব্দ অ্যান্ড্রু -ফ্রজার ও লর্ড কার্জন সরকারিভাবে বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব উল্লেখ ক-রন। কিন্তু প্রবল জনম-তর চা-প তা সাময়িকভাবে চাপা থাকে। এইসময় বড়লাট লর্ড কার্জন পূর্ববঙ্গে গিয়ে ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ-কে নামমাত্র সুদে এক লক্ষ পাউন্ড ঋণ দান করে হিন্দু-মুসলমা-নর ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনকে ধাক্কা দিতে এক কূটকৌশল অবলম্বন করেন। এছাড়া এই সময়ে তিনি বিলা-ত গি-য় ভারত সচিব ব্রডরিক-কে রাজি করিয়ে বঙ্গভঙ্গের সমস্ত পরিকল্পনা চূড়ান্ত

করেন। শাসনকার্যের সুবিধার কথা বললেও বঙ্গভঙ্গ করার পিছনে তাঁদের আসল উদ্দেশ্য ছিল বাংলাকে বিভক্ত করে দুর্বল করে দেওয়া। তাই সমস্ত পরিকল্পনা অত্যন্ত গোপনে চুড়ান্ত ক-র ১৯০৫ খ্রিস্টা-ব্দর ১৯-জুলাই সিমলা থেকে 'এক্সট্রা অর্ডিনারি' (Extra Ordinary) -গ-জ-ট তা -ঘাষণা করা হয়। প-রর দিন অর্থাৎ ১৯০৫ খ্রিস্টা-ব্দর ২০-জুলাই 'বেঙ্গলি' পত্রিকায় তা ছাপা হয়। বঙ্গভঙ্গের চূড়ান্ত ঘোষণার খবর পাওয়ার পর থেকে স্বাভাবিকভা-বই এ-দ-শর আপামর জনসাধারণ স্বত:স্ফূর্তভা-ব ইং-রজ বি-রাধী বি-ক্ষাভ ও প্রতিবা-দ সামিল হন। সভা-সমিতি, মিটিং-মিছিল, পি-কটিং, বিলাতি দ্রব্য বয়কট, স্ব-দশি দ্রব্যের ব্যবহার প্রভৃতির মধ্য দিয়ে তাঁদের ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব ব্যক্ত করেন। কৃষক, ছাত্র, ব্যবসায়ী, শিল্পী, সাহিত্যিক, নারী-পুরুষ, ধনী-দরিদ্র নির্বি-শ-ষ সক-ল রাস্তায় -ন-ম বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে ইংরেজদের উপর চাপ সৃষ্টি করেন। কিন্তু প্রবল জনমতকে উপেক্ষা করে বড়লাট লর্ড কার্জন ১৯০৫ খিস্টাব্দের ১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত কার্যকর ক-রন।

সমা-জর সকল স্ত-রর মানু-ষর ম-তা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও এই আ-ন্দাল-ন নি-জ-ক যুক্ত করেছিলেন। স্বদেশি আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের যুক্ত হওয়ার পেছনে একটা বড়ো ভূমিকা ছিল তাঁর পরিবা-রর। -য -জাড়াসাঁ-কা ঠাকুর পরিবা-র তাঁর জন্ম -সই পরিবা-র স্বা-দশিকতা-বা-ধর ধারা অ-নক আ-গ -থ-কই বহমান ছিল। -জাড়াসাঁ-কার ঠাকুর বাড়ির মানুষেরা ধনী ও শিক্ষিত ছিলেন; কোনও কোনও ক্ষেত্রে তাঁরা ছিলেন বিলাসীও। কিন্তু বি-দশি চালচলন তাঁ-দর -তমন আকর্ষণ কর-ত পা-রনি। কবি-পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৮৮-১৯৬১) তাঁর স্মৃতিচারণায় ঠাকুর বাড়ির স্ব-দশ প্রীতির চমৎকার বর্ণনা দি-য়-ছন

''স্ব-দশপ্রীতি আমা-দর বাড়ি-ত নূতন নয়। আমার প্রপিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুর যদিও ইংরেজ বণিক সম্প্রদায় ও ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা যথেষ্ট রাখ-তন, তা-দর বাগানবাড়ি-ত নিমন্ত্রণ ক-র প্রায়ই -ভাজ খাওয়া-তন, বিলা-ত ধনী পরিবারদের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মেলামেশা করতেন, কিন্তু তবু তিনি তাঁর ভারতবর্ষীয় বেশ কখ-না ছা-ড়ননি বা ভারতীয় চালচল-নর পরিবর্তন ক-রননি। দ্বারকানাথই ভারতব-র্ষ প্রথম দেশী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করেন এবং দেশী জাহাজ কোম্পানি করে বিদেশের সঙ্গে কারবার ক-রন। এমন কি তাঁর দুরাকাঙ্ক্ষা ছিল ইষ্ট ইন্ডিয়া -কাম্পানি-ক হটি-য় দি-য় রানী ভিক্টোরিয়ার কাছ থেকে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার ইজারা নি-য়, -দশী শাসন-বিধান প্রচলন ক-রন।

মহর্ষির আম-লও -কা-না বি-দশীভাব, আচার-অনুষ্ঠান আমা-দর বাড়ি-ত প্র-বশ করতে পারেনি। ... ... আমার জ্যাঠামশায়রা সকলেই দেশভক্ত ছি-লন। নানান অনুষ্ঠা-নর দ্বারা বাংলার সাহিত্য, সংগীত, শিক্ষাদীক্ষার মধ্য দি-য় স্বা-দশিকতায় -লাক-ক অনুপ্রাণিত কর-ত -চষ্টা ক-রছি-লন। তখনকার দি-ন ভারতীয় আই.সি.এস.-রা উগ্র রক-মর সা-হব ব-ন -য-তন। -মজ জ্যাঠামহাশয় স-ত্যন্দ্রনাথ তাঁ-দর অগ্রণী ছি-লন, তবু তাঁর ম-ধ্য সা-হবিয়ানা -মা-টই ছিল না। তিনিই প্রথম ভার-তর জাতীয় সংগীত -ল-খন - 'মি-ল স-ব ভারত সন্তান।'.....''(১)

জোড়াসাকোঁর ঠাকুর পরিবারের স্বাদেশিক পরিমন্ডলে বড়ো হওয়া রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও যে স্বদেশের কল্যাণের জন্য একটা তাগিদ থাকবে একথা বলা বোধ হয় অত্যুক্তি হ-ব না। ত-ব তাঁর স্বা-দশিকতা-বাধ -য রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সঞ্জাত ছিল না, তা রথীন্দ্রনা-থর স্মৃতিকথা -থ-ক জানা যায় —

''স্বদেশপ্রেম আমাদের বাড়ির সকলের মধ্যেই মজ্জাগত ছিল। তাই বাংলায় যখন স্বদেশী আ-ন্দালন শুরু হল তখন -জাড়াসাঁ-কার বাড়ি-ত তার সাড়া পড়-ত বাধা পায়নি, সক-লই এই আন্দোলনে পুরোমাত্রায় যোগ দিয়েছিলেন। স্বদেশী আন্দোলন যদি কেবলমাত্র রাজনৈতিক আ-ন্দালন হত তা হ-ল জ্যাঠামহাশয়রা বা বাবা এত উৎসাহ -প-তন কিনা স-ন্দহ।''(২)

রবীন্দ্রনাথ কিন্তু বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে খুব অল্পদিনই যুক্ত ছিলেন। বঙ্গভঙ্গের দিন (১৯০৫, ১৬ অক্টোবর) সৌভ্রাতৃত্বের প্রতীক হিসাবে তিনি রাখিবন্ধনের পরিকল্পনা ক-র ও রাখি-সংগীত 'বাংলার মাটি, বাংলার জল' রচনা ক-র রাস্তায় না-মন। বিভিন্ন সভা-সমিতিতে এ সম্পর্কে বক্তৃতা দেন, মিটিং-মিছি-ল অংশ -নন। রাখি সংগীত ছাড়া আরও অনেক স্বদেশি সংগীত ও কবিতা রচনা করে দেশবাসীর মধ্যে কর্মচাঞ্চল্য জাগিয়ে রাখতে সহায়তা করেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের অন্য একটি দিক জাতীয় শিক্ষা আ-ন্দাল-ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বিভিন্ন ছাত্র সম্মেলনে সভাপতিত্ব করার পাশাপাশি জাতীয় শিক্ষা আ-ন্দাল-নর পাঠ্যসূচী তৈরি কমিটি-ত দায়িত্বভার পালন ক-রন অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে। বিভিন্ন প্রবন্ধে আন্দোলন সম্পর্কে নিজের মূল্যবান বক্তব্যকে তুলে ধরেন এবং একটি পত্রিকা ('ভাণ্ডার') সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়ে তাঁর ম-নাভাব স্পষ্ট ক-রন। তাঁর প্রবন্ধ, গান, কবিতা নি-য় আ-লাচনা হ-য়-ছ অ-নক। -সই তুলনায় তাঁর সম্পাদিত 'ভাণ্ডার' নামক স্বদেশি পত্রিকাটি সম্পর্কে সাধারণ পাঠকেরা কম অবহিত। বঙ্গভঙ্গের পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত 'ভাণ্ডার' পত্রিকাটি সম্পর্কে পাঠক সমাজের অবগতির জন্যই আ-লাচ্য প্রব-ন্ধর অবতারণা।

স্বদেশি সামগ্রী বিক্রি করার উদ্দেশ্যে ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের দিদি স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা সরলাদেবী 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' নামে একটি দোকান চালু করেন। মূলত স্বদেশি শি-ল্পর জাগরণ ও অসহায় -ম-য়-দর সাহায্য করার জন্য -দাকানটি -খালা হ-লও এর আসল উদ্দেশ্য ছিল স্বদেশিভাবের পুষ্টিসাধন। 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' দোকানটির ম্যানেজার ছি-লন চট্টগ্রামের যুবক কেদারনাথ দাশগুপ্ত। রবীন্দ্রনাথ 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধটি ১৯০৪ খ্রিস্টা-ব্দ ৩১ জুলাই কার্জন থি-য়টা-র পাঠ ক-রন। আর রবীন্দ্রনা-থর এই ভাষ-ণর প্রবেশপত্র বিতরণ করা হয় 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' থেকে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কেদারনাথের সম্পর্ক স্থাপিত হয় সম্ভবত -সই সূত্রেই।(৩) তারপর -কদারনাথ রবীন্দ্রনা-থর 'দালিয়া' গ-ল্পর নাট্যরূপ 'The Maharam of Arakan'-এর প্রথম খসড়া রচনা করেন। এই সূত্রেই কেদারনাথের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়।(৪) কেদারনাথই ১৩১১ বঙ্গাব্দে 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' দোকান থেকে একটি মাসিক পত্রিকা রূপে 'ভাণ্ডার' পত্রিকা প্রকাশের উ-দ্যাগ

নেন। তিনিই রবীন্দ্রনাথকে পত্রিকার সম্পাদক হতে অনুরোধ জানান।*(৫)* সাহিত্য পত্রিকা না হ-লও এ-ত স্ব-দশিভাব ও স্ব-দ-শর সমা-জর কর্মপরিকল্পনার আদর্শ থাকায় রবীন্দ্রনাথ স্বীকৃত হন। রবীন্দ্রনাথ তখন সাহিত্য পত্রিকা বঙ্গদর্শন-এর সম্পাদক হওয়া সত্ত্বেও এই নূতন দায়িত্বও স্বীকার ক-রন -দ-শর ক-র্মা-দ্যাগ-ক ভাষারূপ -দওয়ার জন্য।*(৬)* ফ-ল ১৩১২ বঙ্গাব্দের ১ বৈশাখ রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' দোকান থেকে 'ভাণ্ডার' পত্রিকাটি আত্মপ্রকাশ করে। 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' (৭নং কর্নওয়ালিশ স্ট্রিট) থেকে পত্রিকাটি প্রকাশিত হত বলেই এর নাম 'ভাণ্ডার' বলে অনুমান করেছেন গবেষক প্রত্যূষকুমার রীত।*(৭)* প্রথম বছরে পত্রিকাটির রেজিস্ট্রেশন নম্বর ছিল না। ১৩১৩ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা -থ-ক পত্রিকাটির রেজিস্ট্রেশন নম্বর আখ্যাপত্রে দেখা যায়। পত্রিকাটির রেজিস্ট্রেশন নম্বর Reg. No. - C.345. প্রথমদিকে 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' থেকে পত্রিকাটি প্রকাশিত হলেও পরবর্তীকালে পত্রিকাটির প্রকাশ স্থানের পরিবর্তন ঘটে। ৫৮নং কর্নওয়ালিশ স্ট্রিট, ৩৭নং শিবনারায়ণ দাস -লন, ৫নং সুকিয়া স্ট্রিট, ২০নং কর্নওয়ালিশ স্ট্রি-টর মজুমদার লাই-ব্রারি প্রভৃতি জায়গা থেকে পত্রিকাটি প্রকাশিত হত।

১৩১২ বঙ্গাব্দের পুরো বছরটাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একক সম্পাদনায় 'ভাণ্ডার' পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। কিন্তু পত্রিকাটির রেজিস্ট্রেশন নম্বর পাওয়ার পর থেকে প্রমথনাথ -চৌধুরী-ক এর সহকারী সম্পাদ-কর দায়িত্ব পালন কর-ত -দখা যায়।

'ভাণ্ডার' পত্রিকাটি কোনও সাহিত্য পত্রিকা ছিল না — একথা আ-গই উ-ল্লখ করা হ-য়-ছ। এ-ত গল্প, উপন্যাস, রস-রচনা, নাটক প্রকাশিত হয় নি। স্ব-দশি কবিতা, জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন সংক্রান্ত প্রবন্ধ এই পত্রিকায় প্রকাশিত হত। তবে তৃতীয় বছরের শুরু থেকে পত্রিকাটির চরিত্র ধর্মের পরিবর্তনের ইঙ্গিত পাওয়া যায় একটি বিজ্ঞপ্তি থেকে। গল্প, উপন্যাস, নক্শা, জীবন চরিত ইত্যাদি এই পত্রিকায় প্রকাশিত হবে বলে সেই বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য এই সময় পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব থেকে সরে যান।

'প্রবন্ধ', 'প্রস্তাব', 'প্রশ্নোত্তর' ও 'সঞ্চয়' — এই চারটি অংশে 'ভাণ্ডার' পত্রিকাটি বিভক্ত ছিল। স্বদেশি সংগীত ও কবিতাগুলি পৃথক কোনও অংশে সজ্জিত হয় নি; পত্রিকার মাঝে বা শুরুতে প্রকাশিত হয়েছে। পত্রিকাটির 'প্রশ্নোত্তর' বিভাগে সেই সময়ের দেশের সমস্যা কেন্দ্রিক প্রশ্ন ও তার উত্তর থাকত। 'ভাণ্ডার'-এর প্রথম সংখ্যায় 'সূত্রধারের কথা' নামে রবীন্দ্রনাথের একটি লেখা প্রকাশিত হয়। তাতে 'ভাণ্ডার' পত্রিকার সম্পাদকীয় কার্যে দায়িত্ব -নওয়ার কারণ -য -দ-শর -লা-কর উপকার সাধন তা -বাঝা যায় —

''.....আমি অ-নক সম্পাদকি করিয়াছি, আমা-ক এ কথা কবুল করি-ত হই-ব -য, আমা-দর -দ-শ বড় বড় কাগ-জ বড় বড় প্রবন্ধ অধিকাংশই বানাইয়া লিখি-ত হয়। -স সকল -লখার তাগিদ অন্ত-রর ম-ধ্য নাই।...

ভাণ্ডারের প্রকাশক … … মুষ্টিভিক্ষায় বাহির হইয়াছেন। অতি বড় পাষাণ হৃদয় -লাকও তাঁহা-ক নিরাশ করি-ত পারি-বন না। মা-ঝ হই-ত পাঁচ দ্বা-র কুড়াইয়া এমন একটি সঞ্চয় দাঁড়াইতে পারে, যাহাতে দেশের পুষ্টিসাধনের কাজ সহজে চলিয়া যায়।.....

আমা-দর এই কাগজখানি যাহা-ত অধিকাংশ -লা-কর অবস-রর উপ-যাগী হয়, ইহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই ভাণ্ডারের কর্ম্মকর্ত্তা নানা ছোট লেখা সংগ্রহের আয়োজন করিতেছেন। সেই সঙ্গে যদি দেশের লোকের উপকার হয় সে ত ভালই।''(৮)

রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত 'ভাণ্ডার' পত্রিকার মোট ২৬টি সংখ্যা পাওয়া যায়। এর মধ্যে আঠা-রাটি সাধারণ সংখ্যা, চারটি ক-র বি-শষ সংখ্যা ও যুগ্ম সংখ্যা। রবীন্দ্রনাথ এই পত্রিকার সম্পাদনা কর্ম থেকে অব্যাহতি নেওয়ার পর ১৩১৪ বঙ্গাব্দে জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় (দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যা) এবং ১৩১৪ বঙ্গাব্দেরই শ্রাবণ-ভাদ্র-আশ্বিন (চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ) সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

এই পত্রিকায় যাঁরা লিখতেন তাঁদের নাম ১৩১৩ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় আখ্যাপত্রের পেছনের পৃষ্ঠায় প্রদত্ত লেখকদের তালিকা থেকে জানা যায়। এঁদের মধ্যে উ-ল্লখ-যাগ্য হ-লন - গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জগদীশচন্দ্র বসু, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, দীনেশচন্দ্র সেন, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিপিনচন্দ্র পাল, উ-পন্দ্রকি-শার রায়, -ব্যাম-কশ মুস্তফী, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, অশ্বিনীকুমার দত্ত, কেদারনাথ দাশগুপ্ত প্রমুখ।

বঙ্গভঙ্গের কালে দেশের মানুষের ভাবনাচিন্তার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার কৌতুহল ও ঔৎসুক্য রবীন্দ্রনা-থর হ-য়ছিল। -সই ঔৎসুক্যবশত ও -কৌতুহল নিবার-ণর জন্য রবীন্দ্রনাথ 'ভাণ্ডার' পত্রিকার 'প্রশ্নোত্তর' বিভাগে সমকালীন সমস্যাকেন্দ্রিক প্রশ্নের পর প্রশ্ন উত্থাপন ক-র, -সই সম্প-র্ক বিশিষ্ট জ-নর মত সংগ্রহ ক-র, দেশের মানুষকে উজ্জীবিত করে তুলতে চেয়েছিলেন। এই পর্যায়ে তাঁর একমাত্র অন্বিষ্ট দেশের কল্যাণ ও মঙ্গলসাধন। সে সময়ে দেশের পক্ষে যে সমস্যাগুলি ছিল গুরুতর, সে বিষয়ে একাধিক প্রশ্ন রবীন্দ্রনাথ উত্থাপন করেছেন 'প্রশ্নোত্তর' বিভাগে। এই প্রশ্নগুলির উত্তর দিতেন সমকালীন বিশিষ্ট জনেরা। এই বিভাগে উত্থাপিত রবীন্দ্রনাথের প্রশ্নগুলি যদি বিচার করা হয় তাহলে দেখা যাবে যে, দেশের হিত সাধনের আন্তরিক প্রয়াসই তাঁর মনে ক্রিয়াশীল ছিল। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের উত্থাপিত কয়েকটি প্রশ্নের উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৩১২ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে 'ভাণ্ডার'-এ তিনি দুটি প্রশ্ন উত্থাপন করেন। যথা —

''প্রশ্ন ১। গবর্ণ-মন্ট-শিল্প বিদ্যাল-য় -য সকল বিলাতি ছবি সংগ্রহ করা হইয়াছিল, তাহা সম্প্রতি নিলামে বিক্রয় হইয়া গেছে এবং সেখানে দেশীয় চিত্রশিল্পাদি শিখাইবার আ-য়াজন হই-ত-ছ - ইহা-ত আমা-দর লাভ হই-ব, কি ক্ষতি হই-ব ?''(৯)

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, উপেন্দ্রকিশোর রায় এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন।

''প্রশ্ন ২। আমা-দর -দ-শর শিক্ষার আদর্শ এখনকার অ-পক্ষা দুরূহতর ও পরীক্ষা কঠিনতর করা ভাল কি মন্দ ?''(১০)

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, জগদীশচন্দ্র বসু, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহিতচন্দ্র সেন প্রমুখ এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন।

১৩১২ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ সমকালের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুটি প্রশ্ন -তা-লন। প্রথমত, *''মফস্বল স্কুল কলেজের কর্তৃপক্ষের প্রতি গবর্ণমেন্ট যে পরোয়ানা জারি করিতেছেন তৎ সম্বন্ধে বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ, অধ্যাপক, ছাত্র ও ছাত্রগণের অভিভাবকদের কি কর্ত্তব্য?(১১)* দ্বিতীয়ত, *''জাতীয় ধন-ভাণ্ডারে যে অর্থ সংগৃহীত হইতেছে কিরূপে তাহার ব্যবহার করা কর্ত্তব্য?(১২)*

রাখালচন্দ্র সেন, অশ্বিনীকুমার দত্ত, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ এই প্রশ্নের উত্তর দেন।

উপরে উল্লিখিত রবীন্দ্রনাথের প্রশ্নগুলি বিশ্লেষণ করলেই বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ও জাতীয় শিক্ষা আ-ন্দালন সম্প-র্ক রবীন্দ্রনা-থর চিন্তা-ভাবনা -কান পর্যা-য় ছিল তা স্পষ্ট -বাঝা যায়। স্ব-দশি আ-ন্দাল-নর যু-গ হিন্দু-মুসলমা-নর ঐক্য-ক বিনষ্ট ক-র দি-ত শাসক ইংরেজদের চেষ্টার কোনও খামতি ছিল না। এই পরিস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথ 'ভাণ্ডার' পত্রিকার ১৩১৩ বঙ্গাব্দের আষাঢ় সংখ্যায় একটি প্রশ্ন করে জনমত যাচাই করতে চেয়েছিলেন বলে গ-বষক প্রত্যূষকুমার রীত অনুমান ক-রছি-লন।(১৩) প্রশ্নটি ছিল — *''হিন্দু ও মুসলমা-নর ম-ধ্য রাজনৈতিক ব্যাপা-র -কান স্বার্থ-বি-রাধ আ-ছ কি না?''(১৪)*

রবীন্দ্রনা-থর স্ব-দশভাবনায় হিন্দু-মুসলমা-নর ঐক্য ও সম্প্রীতি কাঙ্ক্ষিত ছিল। বিভিন্ন সভায় রাখা বক্তব্য ও স্বদেশি ভাবনা সঞ্জাত প্রবন্ধের মূল বক্তব্যের সঙ্গে 'ভাণ্ডার' পত্রিকায় তাঁর উত্থাপিত প্রশ্নের মর্ম অনুধাবন করলেই তা স্পষ্ট -বাঝা যায়। ১৩১৪ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যায় 'ভাণ্ডার' পত্রিকায় তাঁর প্রশ্ন *''সম্প্রতি -দ-শ হিন্দু-মুসলমা-ন -স সংঘাত উপস্থিত হইয়া-ছ, তাহার প্রতিকা-রর উপায় কি?''(১৫)* এই প্রশ্নটা-তও হিন্দু-মুসলমা-নর বি-রা-ধর অবসা-নর উপায় তিনি অ-ন্বষণ ক-র-ছন। এই ভা-ব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ভাণ্ডার' পত্রিকায় যুক্ত থেকে যে প্রশ্নগুলি করেছেন, তাতে তাঁর দেশ-ভাবনার স্বরূপ সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। সেইসঙ্গে সমকালের পক্ষে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক প্রশ্নগুলি উত্থাপন করে তিনি অনেক চিন্তাবিদের ভাবনার সঙ্গে সমকালের আপামর জনসাধারণের পরিচয় ঘটানোর জন্য প্রয়াসী হয়েছিলেন। 'ভাণ্ডার' পত্রিকার 'প্রশ্নোত্তর' বিভাগের উত্তর দাতার না-মর তালিকাটাই তার প্রমাণ।

'ভাণ্ডার' পত্রিকাটি স্বতন্ত্রভাবে চলেছিল দুইবছর ছয়মাস — ১ বৈশাখ ১৩১২ থেকে আশ্বিন ১৩১৪ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত। তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩১৪ -থ-কই এর সম্পাদনার দায়িত্ব ত্যাগ করেন। ১৩১৪ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে কেদারনাথ দাশগুপ্ত ইংলন্ডে চ-ল যান। সেই সময়ই সম্ভবত তিনি পত্রিকার স্বত্ব হস্তান্তরিত করে যান মজুমদার লাইব্রেরি

কর্তৃপক্ষের কাছে। মজুমদার লাইব্রেরি পত্রিকাটিকে গ্রহণ করেছিল ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে রেখে। তাই তারা এর স্বত্ব গ্রহণ করার পর থেকেই পত্রিকাটির চরিত্র ও আদর্শের বদল ঘটতে থাকে। ১৩১৪ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার 'নিবেদন' অং-শ জানা-না হয় — *''ভাণ্ডারে যে শ্রেণির প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে তাহা ছাড়া উৎকৃষ্ট উপন্যাস, গল্প, নক্শা, জীবনচরিত, কবিতা, সমা-লাচনা প্রভৃতিও প্রকাশিত হই-ব।''*(১৬)

'ভাণ্ডার' পত্রিকার যে উদ্দেশ্যের টানে, আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে রবীন্দ্রনাথ এক সময় এর সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ ক-রছি-লন তা যখন আর রক্ষিত হল না তখন স্বভাবতই এর প্রতি আকর্ষণ ত্যাগ করেন। ১৩১৪ বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসের পর 'ভাণ্ডার' 'সমালোচনী' পত্রিকার সঙ্গে মিলিত হয়ে 'সমালোচনী ও ভাণ্ডার' নামে প্রকাশিত হওয়ার সংবাদ পাওয়া যায়।(১৭) এই ভাবে স্বদেশি পত্রিকা 'ভাণ্ডার' পরবর্তীকালে সাহিত্য ও সমালোচনা পত্রে রূপান্তরিত হয়।

'ভাণ্ডার' পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু স্বদেশি সংগীত প্রকাশিত হয়। ১৩১২ বঙ্গাব্দের ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যায় ও তার প-রর সংখ্যায় 'মা কি তুই প-রর দ্বা-র পাঠাবি -তার ঘ-রর -ছ-ল', 'এবার -তার মরা গা-ঙ বান এ-স-ছ', '-য -তামায় ছা-ড় ছাড়ুক ', '-য -তা-র পাগল ব-ল', '-তার আপন জ-ন ছাড়-ব -তা-র', 'সার্থক জনম আমার', 'আমরা প-থ প-থ যাব সা-র সা-র', 'আজি বাংলা-দ-শর হৃদয় হ-ত', 'যদি -তার ভাবনা থা-ক ফি-র যা না', 'আপনি অবশ হলি ত-ব বল দিবি তুই কা-র', 'আমাদের যাত্রা হল শুরু', 'বিধির বাঁধন কাটবে তুমি' প্রভৃতি স্বদেশি সংগীত প্রকাশিত হয়। যা স্বদেশি আন্দোলনে যুক্ত বাঙালিদের কণ্ঠে ভাষা জুগিয়েছে এবং তাদের স্বাদেশিকতাবোধকে জাগ্রত করতে সহায়তা করেছে। এই গানগুলিই স্বদেশি আন্দোলনে রবীন্দ্রনা-থর -শ্রষ্ঠ দান।

স্ব-দশি ভাবনা বিষয়ক -বশ কিছু রবীন্দ্র-প্রবন্ধ 'ভাণ্ডার' পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। তাদের মধ্যে ১৩১২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'শিক্ষা প্রচারক', ভাদ্র-আশ্বিন ১৩১২ বঙ্গাব্দে 'ভাণ্ডার' (প্রথম ভাগ)-এ প্রকাশিত 'বঙ্গব্যবচ্ছেদ', 'শোকচিহ্ন', 'পার্টিশনের শিক্ষা', 'করতালি', 'দেশীয় নাম', 'স্বদেশী ভিক্ষু সম্প্রদায়', বৈশাখ ১৩১৩ বঙ্গাব্দের বিশেষ সংখ্যায় ডন সোসাইটিতে দেওয়া রবীন্দ্রনাথের প্রথম বক্তব্য 'স্বদেশী আন্দোলন', পরবর্তী সংখ্যায় ডন সোসাইটিতে রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় বক্তব্য 'স্বদেশী আন্দোলন' উল্লেখযোগ্য। এই প্রবন্ধগুলিতে রবীন্দ্রনাথ মূলত জাতীয় ঐক্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করে আত্মশক্তি উ-দ্বাধ-নর উপর -জার দি-য়ছি-লন। '-দশীয় নাম', 'পার্টিশ-নর শিক্ষা', '-শাক চিহ্ন', 'বঙ্গব্যবচ্ছেদ', প্রবন্ধগুলি বঙ্গভঙ্গের অভিঘাতে রচিত। এগুলি-ত বিলাতি দ্রব্য বর্জন এবং স্বত:স্ফূর্তভা-ব -দশবাসীর আ-ন্দাল-ন -যাগদান -দ-খ রবীন্দ্রনাথ আনন্দিত হ-য়ছি-লন। 'করতালি', 'শোকচিহ্ন', ও 'দেশীয় নাম' প্রবন্ধগুলিতে স্বদেশি জিনিস ব্যবহারকে উৎসাহিত করেছিলেন। ১৩১২ বঙ্গাব্দে ভাদ্র-আশ্বিন (দ্বিতীয় ভাগ)-এ প্রকাশিত 'উ-দ্বাধন'-এ -দ-শর কা-জ -ম-য়-দর এগি-য় আসার আহ্বান জানি-য়ছি-লন। ডন -সাসাইটি-ত রবীন্দ্রনাথ ১৩ ফাল্গুন ১৩১২ বঙ্গাব্দে প্রথম যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তা 'ভাণ্ডার' পত্রিকার

'সঞ্চয়' অংশে লিপিবদ্ধ হয়েছিল।পরের বক্তৃতাটি 'ভাণ্ডার'- এর 'সঞ্চয়' অংশে 'স্বদেশি আন্দোলনে নিগৃহীতদের প্রতি নিবেদন' নামে লিপিবদ্ধ হয়েছিল। প্রথম বক্তৃতায় তিনি জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনে যুক্ত ছাত্রদের ধীরভাবে, দৃঢ় নিষ্ঠার সঙ্গে, অনুরাগ ও বিনয়ের সঙ্গে সমস্ত ক্ষোভকে দূরে সরিয়ে দেশের আহ্বানে সাড়া দেওয়ার কথা বলেছেন। দ্বিতীয় প্রব-ন্ধ পল্লিবাংলার উন্নতি-ত সবাই-ক এগি-য় আসার আহ্বান জানি-য়ছি-লন। কারণ তাঁর ম-ন হ-য়ছিল এর ফ-ল পল্লিবাংলার বিভিন্ন অভাব দূর হবে, দরিদ্র মানুষদের সঙ্গে হৃদয়ের সংযোগ গড়ে উঠবে। ১৩১৩ বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসে 'ভাণ্ডার' পত্রিকার 'সঞ্চয়' অংশে রবীন্দ্রনাথের আরও একটি বক্তব্য লিপিবদ্ধ হয়েছে। এটিতে একদিকে যেমন বিদেশি প্রথা অনুসরণ-ক ত্যাগ কর-ত বলা হ-য়-ছ -তমনই অন্যদি-ক স্ব-দশিভা-ব শিক্ষার প্রচা-রর জন্য স্ব-দশি বিশ্ববিদ্যাল-য়র অপরিহার্যতার কথা বলা হ-য়-ছ।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ির স্বাদেশিক পরিমণ্ডলে বড়ো হওয়া রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রীতির বহি:প্রকাশ ঘটেছে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। স্বদেশের হিতসাধ-নর জন্য তাঁর -য ব্যাকুলতা, জাতীয় -চতনার উন্ম-ষর জন্য তাঁর -য প্রয়াস, সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প তথা বি-ভদ-ক দূর ক-র সম্প্রীতি ও ঐ-ক্যর পরি-বশ রচনায় তাঁর -য প্রচেষ্টা তা ভুলে যাওয়ার নয়। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের ক্ষুদ্রতা, দলাদলি, চরিত্রহনন জনিত কারণে তিনি খুব বেশিদিন এই আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকেননি। কিন্তু এই অল্প সময়েই বিভিন্ন কর্মপন্থা, লেখালেখি ও বক্তৃতার মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর স্বদেশভাবনার পরিচয় দিয়েছেন। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সংযোগের ফলে আমরা যা যা পেয়েছি তার অন্যতম এক প্রাপ্তি হল 'ভাণ্ডার' পত্রিকাটি।

তথ্যসূত্র

১। প্রত্যূষকুমার রীত, অক্টোবর ২০০২, 'রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী আন্দোলন ও ভাণ্ডার পত্রিকা' গ্রন্থে উল্লিখিত। কলকাতা:পুস্তক বিপণি। প্রথম সংস্করণ, পৃ-৩৫-৩৬

২। ত-দব। পৃ-৩৬

৩। প্রশান্তকুমার পাল, আশ্বিন ১৪১৭, রবিজীবনী (পঞ্চম খণ্ড)। কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি.। প্রথম সংস্করণ, পৃ-২২৪

৪। প্রত্যূষকুমার রীত। প্রাগুক্ত, পৃ-৬৯

৫। প্রশান্তকুমার পাল। প্রাগুক্ত, পৃ-২২৪

৬। ত-দব। পৃ-২২৪

৭। প্রত্যূষকুমার রীত। প্রাগুক্ত, পৃ-৭৯

৮। ভাণ্ডার, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (সম্পা)। প্রথম বর্ষ : প্রথম সংখ্যা। বৈশাখ ১৩১২ বঙ্গাব্দ। 'সূত্রধারের কথা' অংশে উল্লিখিত।

৯। ভাণ্ডার, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (সম্পা.)। প্রথমবর্ষ : দ্বিতীয় সংখ্যা। জ্যৈষ্ঠ ১৩১২ বঙ্গাব্দ। পৃ-৮১

১০। ত-দব। পৃ-৮৫

১১। ভাণ্ডার, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (সম্পা.)। প্রথম বর্ষ: সপ্তম সংখ্যা। কার্তিক ১৩১২ বঙ্গাব্দ। পৃ-২৫৮

১২। ত-দব।

১৩। প্রত্যূষকুমার রীত। প্রাগুক্ত। পৃ-১০৫

১৪। ভাণ্ডার, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (সম্পা.)। দ্বিতীয় বর্ষ: তৃতীয় সংখ্যা। আষাঢ় ১৩১৩ বঙ্গাব্দ। পৃ-১৩২

১৫। ভাণ্ডার, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (সম্পা.)। তৃতীয় বর্ষ:প্রথম সংখ্যা। বৈশাখ ১৩১৪ বঙ্গাব্দ। পৃ-২৪

১৬। ভাণ্ডার, তৃতীয় বর্ষ: দ্বিতীয় সংখ্যা। জ্যৈষ্ঠ ১৩১৪ বঙ্গাব্দ। 'নিবেদন' অংশে প্রকাশিত। এই সংখ্যায় সম্পাদকের নাম এবং পৃষ্ঠা -দওয়া -নই।

১৭। ভাণ্ডার, তৃতীয় বর্ষ : শ্রাবণ-ভাদ্র-আশ্বিন (একত্রে)। ১৩১৪ বঙ্গাব্দ। 'কার্য্যাধ্যক্ষের নিবেদন' অংশে উল্লেখিত। (সম্পাদকের নাম ও পৃষ্ঠা সংখ্যা -দওয়া -নই)।